বুধবার, ২০ ভাদ্র, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৩৫

## গোরক্ষপুরের পর এবার ৪৯টি শিশুর মৃত্যু ফারুকাবাদ হাসপাতালে

উত্তর প্রদেশে বিআরডি হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর ঘটনার জের কাটতে না কাটতেই ফের দুঃসংবাদ এল ফারুকাবাদের রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতাল থেকে। অক্সিজেনের অভাবে এই হাসপাতালে ৪৯টি নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যজনক। এই রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার যে কী সাংঘাতিক হাল তা দুই হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় স্পষ্ট। এই শিশুদের মৃত্যু হয়েছে ২১ জুলাই থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে। মৃত শিশুদের পরিবারে লোকজনের অভিযোগ, শিশুরা অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেননি চিকিৎসকরা। এই অভিযোগ অত্যন্ত মারাত্মক। এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার। তা না হলে উত্তর প্রদেশের মানুষের কাছে রাজ্য সরকার সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে। এটা কখনই কাম্বিত নয়। তবে ইতিমধ্যে এই ঘটনার দায়ে বেশ কয়েকজন আধিকারিককে সরানো হয়েছে। শিশুমৃত্যু নিঃসন্দেহে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই শিশু মৃত্যুই বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুদ্ধবাবু, সূর্যকান্ত মিশ্রারা যে সব যুক্তি খাড়া করেছিলেন মানুষ তা গ্রহণ করেনি। একই হাল উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেরও। তিনি যত সাফাই দিন না কেন এ ব্যাপারে এনডিএ শরিকরা তা মানতে রাজি নয়। বরং তাদের অভিযোগের তির মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথের দিকেই। ইতিমধ্যেই দুই ঘটনাকে 'গণহত্যা' আখ্যা দিয়েছে এনডিএ শরিক শিবসেনা। শিবসেনার অভিযোগ, 'গরিবের মন কি বাত' রাজনৈতিক নেতাদের বিচলিত করে না। শিবসেনার মুখপত্র 'সামনা'য় নাম না করে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালোচনা করা হয়েছে। পরে শিবসেনা নেতারা কটাক্ষ করে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী রেডিওতে 'মনকি বাত' করেন। কিন্তু এই গণহত্যার পর গরিবের 'মন কি বাত' তিনি শুনছেন না।' সৌভাগ্যের কথা উত্তরপ্রদেশে সরকার চাপে পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা স্বীকার করেছে। কিন্তু এটাই সব নয়।

## অমৃত কথা

**দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ**

''অন্য ছোক্‌রারা কি ক'রে বেড়াচ্ছে!—কিসে টাকা হয়—বাড়ী-গাড়ী-পোষাক, তারপর বিবাহ—এইজন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়ায়। বিবাহ করবে,—আগে কেমন মেয়ে খোঁজ নেয়। আবার সুন্দর কি না, নিজে দেখতে যায়।''' একজন আমায় বড় নিন্দে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের ভালবাসি। যাদের সংস্কার আছে—শুদ্ধ আত্মা, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল,—টাকা, শরীরের সুখ এ সবের দিকে মন নাই— তাদেরই আমি ভালবাসি।''' যারা বিয়ে করেছে, যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তা হলে সংসারে আসক্ত হবে না। হীরানন্দ বিয়ে করেছে। তা হোক, সে বেশী আসক্ত হবে না।'' হীরানন্দ সিন্ধু দেশবাসী, বি-এ পাস, ব্রাহ্মভক্ত। মণিলাল, শিবপুরের ব্রাহ্মভক্ত, মারোয়াড়ী ভক্তেরা ও ছোকরারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

**কর্মত্যাগ কখন? ভক্তের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার**

সন্ধ্যা হইল। দক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল।

## দিনপঞ্জিকা

**২০ ভাদ্র**, ভাঃ ১৫ ভাদ্র, **৬ সেপ্টেম্বর**, ২০ভাদ্র, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ সুদি, ১৪ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৯। **বুধবার, পূর্ণিমা** দিবা ঘ ১২।১৬মিঃ। শতভিষানক্ষত্র দিবা ঘ ১।৪৯মিঃ। ধৃতিযোগ রাত্রি ঘ ২।৩০মিঃ ববকরণ, দিবা ঘ ১২।১৬ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৬ গতেকৌলবকরণ। **জন্মে**—কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অন্ত্যোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ঘ ১।৪৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**—দোষ নাই, দিবা ঘ ১।৪৯ গতে দ্বিপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৮।৩০ গতে ১০।৩ মধ্যে ও ১১।৩৬ গতে ১।৯ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।৩০ গতে ৩।৫৭ মধ্যে। **যাত্রা**—শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১০।৩ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, দিবা ঘ ১২।১৬ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ১।৯ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১।৪৯ গতে যাত্রা মধ্যম, রাত্রি ঘ ২।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ঘ ৫।১৮ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম**—ধান্যারোপণ কুমারীনামকরণ। দিবা ঘ ১১।৩৬ মধ্যে **সাধভক্ষণ** গ্রহপূজা, দিবা ঘ ১।৪৯ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন জয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যছাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ঘ ১।৪৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**—পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও প্রতিপদের সপিণ্ডন। **পূর্ণিমার ব্রতোপবাস**। দিবা ঘ ১২।১৬ মধ্যে **ভাদ্রী পূর্ণিমার স্নানদানাদি। শ্রীশ্রীদেবীর ধূননযাত্রা সমাপন।** দিবা ঘ ১২।১৬ গতে **অপরপক্ষীয় বা প্রেতপক্ষবিহিত শ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণারম্ভ। দিবা ঘ ১২।১৬ গতে গৌণচান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ হিন্দি আশ্বিন বদি আরম্ভ। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৪ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ১।৬ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

## মুসলিম পঞ্জিকা

২০ ভাদ্র, ভাঃ ১৫ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০ ভাদ্র, ১৪ জেলহজ্জ উঃ ৫। ২৩, অঃ ৫। ৪৯ বুধবার, পূর্ণিমা দিঃ ঘঃ ১২।১৬।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

# ডোকলাম নিয়ে তুলকালাম

ড. বাণীপ্রসাদ সেন
*(এক্সিকিউটিভ মেম্বার, নিউ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া)*

পর্ব ১

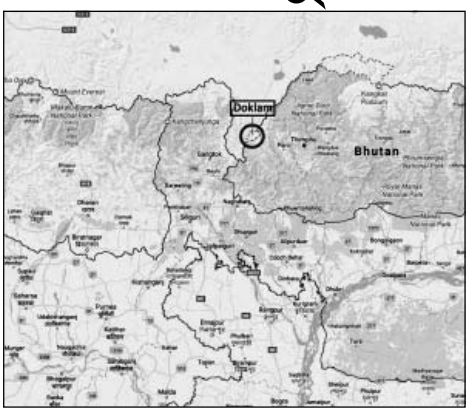


গল্পটা রীতিমত রোমাঞ্চকর। আজ থেকে হিসেব করলে মোটামুটি মাস দেড়েক আগে গল্পের সূত্রপাত। সামরিকভাবে ইতি রচিত হলেও একেবারে শেষ হয়েছে বলা যাবে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোনও বোদ্ধা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না যে, গল্পের দুই প্রধান অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের দুই প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র ভারত ও চীন যথার্থই তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়েছে। এতক্ষণে পাঠককুল উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে এই গল্পের পটভূমি হল হিমালয়ের অভ্যন্তরে একেবারে কঠিনতম অন্তর্ভাগে অবস্থিত ডোকলাম নামে পরিচিত একটি স্থান বা পার্বত্য অঞ্চল। তিব্বতি ভাষায় ঝোগলাম এবং চীনাদের কাছে ডোংলাং। আমাদের দেশে অনেকেই বলছেন ডোকলাম। ভারত-চীন সম্পর্কের মধ্যে ইদানিংকালে কোনদিনই স্থিরতা বা শান্তি ঠিক সেভাবে দেখা যায় না। অতীতের সেই বহু আলোচিত বন্ধুত্বের ভাষা 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' এখন আর শোনা যায় না। এখন যেটুকু এর মধ্যেও মাঝে মাঝে আমরা শুনি বা দেখি তা হল নিছক এক ধরণের ভদ্রতা তথা প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে দুই গুরুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সীমিত সহযোগিতা, বোঝাপড়া ও আদান-প্রদানের সম্পর্ক।

ডোকলাম একটি উপত্যকা যার উত্তরে চীনের চাম্বি উপত্যকা এবং পূর্ব দিকে ভুটান আর পশ্চিমে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য সিকিম। যে জায়গা নিয়ে বিরোধ সেই জায়গা আসলে কার-চীন নাকি ভুটানের? সিকিমের ভৌগলিক অঞ্চলের সাথে এর সরাসরি স্পর্শ বা সম্পর্ক নেই তবে অদূরে ভারতের ডোকালা পাশে সামরিক কেন্দ্র আছে। বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে ডোকলাম নামে কোনও স্থানবিন্দু অথবা জনপদের নাম সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডোকলাম নামের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যা বাস্তবে পার্বত্য প্রতিকূলতার একটি প্রথম শ্রেণির প্রতিক। সাম্প্রতিক সময়ে খুবই উত্তেজিত চর্চার চরিত্ররূপে নিজেকে প্রতিভাত করে তুলেছে। দিব্যি আমাদের বিশ্বসংসারে সুর তাল লয় বেশ ঠিকঠাকই ছিল। হিমালয়ে যে অঞ্চলটায় ভারত অর্থাৎ ভারতের অঙ্গরাজ্য সিকিম, ভুটান এবং চীন তিনটি দেশের সীমান্তে এক অন্যের সাথে মিলিত হয়েছে, সেই ডোকলাম হঠাৎ বিগত দুটি মাসের সামান্য আগে অস্বাভাবিক সামরিক উত্তেজনা ও চঞ্চলতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রসিক বোদ্ধাগণ বলেন, El-ephant আর Draggon-এর লড়াই। Elephant হল ভারত আর Draggon বলতে বোঝায় চীন। মুশকিল ওইসব গুরুত্বপূর্ণ কল্পিত অথবা বাস্তব পশুদের চরিত্র চর্চার কোনও উপায় এখানে নেই। সুতরাং, সমস্যার সূত্রপাত কীভাবে হল জানা দরকার। তবে মাথায় একটি সহজ সত্য কথাকে সর্বদা জমিয়ে রাখতে হবে। ১৯৬২ সালের সেই বিশ্বোগব্যথার কাহিনী অর্থাৎ চীন ও ভারতের যুদ্ধ, যেখানে চীন আক্রমণ ক'রে অরুণাচলের বমডিলাসহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল চীন নিজের দখলে নিয়ে রেখেছিল। তখন থেকেই চীন-ভারতের সম্পর্কের মধ্যে অঙ্গস্বল্প সাফল্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও বিবাদ-বিরোধের উপাদানগুলির প্রাবল্যই প্রতিষ্ঠিত হল যায়।

ডোকলাম বিবাদ বা সংঘাতের সূচনাকে উপলব্ধি করতে হলে একটু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিদান করতে হবে। ১৮৯০ সালে ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে সিকিম ও তিব্বত সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চীনের বক্তব্য হল, ওই চুক্তির দ্বারা দুটি দেশের অর্থাৎ ভারতের সাথে এশিয়ার এই বৃহত্তম রাষ্ট্রের সীমান্ত চূড়ান্তভাবে নিদ্ধারিণ করা দরকার। ২০০৬ সালে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে পুনরায় চীন ভারতকে বিলম্ব না করে সীমান্ত স্থির করার জন্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করে। কিন্তু, প্রশ্ন হল ১৮৯০ সালে যে চুক্তি হয়েছিল তা তো স্বাধীন ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত হয়নি। আবার উল্টোদিকে এটাও দেখতে হবে যে সেই সময়কার চীন তো আজ আর নেই। ইতিমধ্যে ১৯৭৫ সালে সিকিমের ভারতভুক্তি বস্তুতঃস্বীকৃতি ও স্বাভাবিক হলেও নাটকীয় ঘটনা ঘটে। চীন প্রথমে একে মেনে না নিলেও পরে মেনে নেয় বা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এখন আবার অরুণাচল নিয়ে চীন মাঝে মাঝে প্রশ্ন তোলে। অথচ, ভুলে যায়, ইতিহাসের কোন সুদূর কাল থেকে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এমনকী কিছু টা রাজনীতিগত ভাবেও তিব্বত চীনের তুলনায় ভারতের অনেক ঘনিষ্ঠ। তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা তো হামেশাই বলেন, ভারত হল আমাদের ধর্মগুরু। আধিকারিক স্তরে অসংখ্য আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি। ২০১২ সালে ভারতের সাথে চীনের একপ্রস্থ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তৎকালীন প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপদেষ্টা শিবশংকর মেনন ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। একটা স্থিতাবস্থা কোনক্রমে চলছিল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে। ডোকলাম নিয়ে তুলকালাম হল কিভাবে সেটা বিবেচনা করা যাক। চীনের সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হল One belt, one road অর্থাৎ একটি বেল্টনী তৈরি করা যা বাস্তবে হবে এমন একটি সড়ক যা চীনের দীর্ঘ সীমান্তকে স্পর্শ করবে। পৌঁছবে পাকিস্তানের গদর বন্দর অবধি। চীন অনেকদিন ধরে সড়ক ও সমুদ্রপথে নিজের প্রভাব ও আধিপত্য বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রয়াসে মগ্ন হয়েছে। এই সড়কটি হবে বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধক। বিশ্বের দরবারে নিজের মর্যাদা ও গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করা। সামরিক বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিবহনের কাজকে সহজ ও সুগম করা ও পরিশেষে ভারতকে চাপে রাখা। ডোকলামে যত তুলকালাম হল তার মূলে আছে চীনের এই সড়কনির্মাণ প্রকল্প। যেদিন চীনের সামরিকবাহিনী রাস্তা তৈরির যন্ত্রপাতি, লোকজন ও মালমশলা নিয়ে ওখানে উপস্থিত হল সেই দিনই ভারতের সৈন্যদল একেবারে শারীরিকভাবে বাধা দেয়। রীতিমত ঠেলাঠেলির ছবি সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হয়। আমি নিজে আপনাদের অনেকের মত ওই দৃশ্য দেখেছি। সামাজিক মাধ্যমের সুবাদে যে কোনও ঘটনার ছবি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। এই সময় চীন তার বক্তব্যে আক্রমণাত্মক ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে। চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংকে দেখা যায় তিনি তাঁর ভাষণে স্বল্প মেয়াদী আঞ্চলিক যুদ্ধের তীব্র সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করে দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকতে বলছেন। ভারতেও তখন একই গোত্রের দেশপ্রেমের উগ্র প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। বস্তুতপক্ষে চীন এই সময় রীতিমত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ (Psychological warfare)ও মৌখিক অগ্নিবর্ষণ(Verbal barrage)দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করতে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে ক্রমশ উত্তেজনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—eyeball to eyeball confrontation যার অর্থ উভয়পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে আছে এবং এর মধ্যে এক অনিবার্য সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে। একটা সময়ে আশংকা তৈরি হল যুদ্ধ লাগল বলে। কথায় কথা পল্লবিত হতে হতে উভয়ই রণংদেহী মনোভাবে মদমত্ত বলা যায়। ভারত যে বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও গভীরতার সাথে গ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ হল চীনের ৫০ জন সৈন্যের বিপরীতে ভারতের ১৫০ জন সেনা ঘটনার মূল কেন্দ্রে জমায়েত হয়েছিল। এই পরিসংখ্যানগত পরিস্থিতি দীর্ঘকাল বহাল ছিল। ডোকলাম থেকে পাখি-ওড়া দুরত্বের হিসাবে নিকটবর্তী গ্রাম কুম্ভুপ(Kuppup) মাত্র ১০কিলোমিটার দূরে। গ্রামবাসীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আর একটি গ্রাম নাথাং(Nathang)-এর অধিবাসীদেরও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। **ক্রমশ**

## সত্যবিমুখতা ও চারিত্রিক সংকটই নিবৃত্তিমূলক জীবনলাভের অন্তরায়

**(শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শের ভিত্তিতে প্রস্তুত)**

গদাধর রানা

পর্ব -১

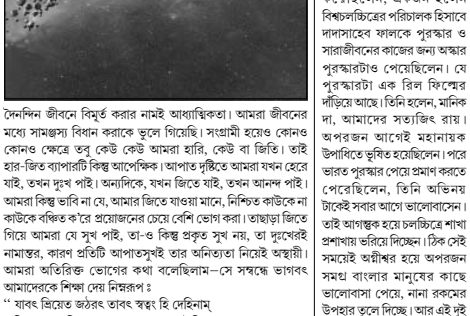

জগতের প্রকাশ 'আনন্দরূপমমৃতং'-সকলি আনন্দের রূপ, আনন্দের অমৃতরূপ। তাই নির্বারিত বিষয়ে পৌঁছানোর আগে শাস্ত্রে নিহিত এক মূল্যবান সূত্রকে আমরা স্মরণ ক'রে নিতে পারি। তা হচ্ছেঃ

''অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্।''

—এই শ্লোকটির মধ্যে মানব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর—এই তিনটি শব্দের গূঢ় অর্থ নিহিত আছে। আধ্যাত্মিকতার বিচারে প্রকৃতি দু'প্রকারের। একটি হচ্ছে পরাপ্রকৃতি, আর এক হচ্ছে অপরাপ্রকৃতি। ভগবানের পরাপ্রকৃতি একটি চেতনরূপ প্রকৃতি যা এ জগৎকে ধারণ ক'রে আছে। তাঁর অপরাপ্রকৃতি আট (৮) রকমের—যেমন, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার। সমস্ত প্রাণীই পরা ও অপরা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। তাই, প্রকৃতির সঙ্গে সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ হচ্ছেন ভগবান। উপরিউক্ত সূত্রের মধ্যেই সত্তা, আকাশ, আনন্দ অর্থে ব্রহ্ম রূপে সচ্চিদানন্দ বর্তমান এবং তারই সাথে সাথে বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির মূলে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত প্রকৃতিগত কিছু আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই সবকিছুকে মিলিয়েই বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্ম সত্য, সনাতন, তাই ঈশ্বরও সত্য। কিন্তু আচার্য শংকরের মতে, তিনি অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা হয়ে বলেছিলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষ ব্রহ্মকে না বুঝে অজ্ঞানতাবশতই ব'লে থাকি ব্রহ্ম অসত্য, জগৎই সত্য। কারণ, আমরা নাকি ইহলৌকিক সত্তা অনুমিত জগৎসংসারের সংস্পর্শে থেকেই ভোগ, রূপ, রস, গন্ধের বা স্পর্শের আস্বাদ পেয়ে থাকি—এজন্যই স্রষ্টার সৃষ্টির এই বিপুল প্রকাশমানতা নিয়েই জগৎকেই সত্য ব'লে মনে করি।

আমরা কাল্পিত নিবৃত্তিমূলক জীবনের অবতরণ করতে চাইছি। কিন্তু ব্যাপক সত্যবিমুখতা, চিত্তশুদ্ধির ঘাটতি ও সর্বৈব চরিত্র সংকটই এজন্য অন্তরায়। প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মপ্রকাশের নামই জীবন—এরই নাম প্রকৃত জীবন। কিন্তু আমাদের বন্ধনদশাজনিত কারণেই এ জীবনকে আমরা জানি না। আমরা শরীরকে ভালোবাসি আর শরীরকে ভালবেসেই কর্ম সম্পাদন করি। কিন্তু যে শরীরকে ভালবাসলে সঠিক সামাসঙ্গত আধ্যাত্মিক জীবন পাওয়া যায় বা ঈশ্বরলাভ হয় তা-ই আমরা জানি না। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয় তার নাম কারণশরীর। কারণশরীরকে অবলম্বন করেই ব্রহ্ম—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা। একেই বলে ঈশ্বররূপ, যাকে বলা হচ্ছিল সগুণব্রহ্ম। আমরা সাধারণ মানুষ সংসারের ঘরে-বাইরে নানাভাবে সংগ্রাম ক'রে জীবন অতিবাহিত করি। সংগ্রামই হচ্ছে জীবনের তপস্যা। সংগ্রামই জীবন। জীবনের রহস্যই ভোগ নয়, পরন্তু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ। আমরা ওই যে তপস্যার কথা বলেছিলাম—তা বড়ো কঠিন। প্রায়ই ক্রোধান্বিত জীবন আমাদের, প্রায়ই দুঃখজনক উত্তেজনার স্রোতে আমরা ভেসে চলি—তাই ক্রোধ থেকে তপস্যার মুক্তি ঘটাতে হবে। মাৎসর্য থেকে শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্যকে মুক্ত করতে হবে। মান-অপমান থেকে বিদ্যাকে মুক্ত করতে হবে। প্রমাদ থেকে চাই আত্মার মুক্তি। এ প্রসঙ্গে আরও কয়টি জীবনসুখদায়ক সূত্র স্মরণে আসে—তা হচ্ছে বিদ্যার তুল্য চক্ষু নাই, ত্যাগের তুল্য সুখ নাই, আসক্তির তুল্য দুঃখ নাই, আর সত্যের তুল্য তপস্যা নাই। আমরা চরিত্রসংকটে সংকটাপন্ন, এর মূলে আধ্যাত্মিকতাবর্জিত জীবন আমাদের। এই অভিলষিত আধ্যাত্মিকতা কাকে বলে? যথাযথ ত্যাগ ও অনাসক্তির দ্বারা জীবনে শান্তি ও অখণ্ড আনন্দলাভ করবার উদ্দেশ্যে অন্তরে দৈবীভাব উপলব্ধি করত, সেটিকে দৈনন্দিন জীবনে বিমূর্ত করার নামই আধ্যাত্মিকতা। আমরা জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাকে ভুলে গিয়েছি। সংগ্রামী হয়েও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তবু কেউ কেউ আমরা হারি, কেউ বা জিতি। তাই হার-জিতে ব্যাপারটি কিন্তু আপেক্ষিক। আপাত দৃষ্টিতে আমরা যখন হেরে যাই, তখন দুঃখ পাই। অন্যদিকে, যখন জিতে যাই, তখন আনন্দ পাই। আমরা কিন্তু ভাবি না যে, আমার জিতে যাওয়া মানে, নিশ্চিত কাউকে না কাউকে বঞ্চিত ক'রে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভোগ করা। তাছাড়া জিতে গিয়ে আমরা যে সুখ পাই, তা-ও কিন্তু প্রকৃত সুখ নয়, তা দুঃখেরই নামান্তর, কারণ প্রতিটি আপাতসুখই তার অনিত্যতা নিয়েই অস্থায়ী। আমরা অতিরিক্ত ভোগের কথা বলেছিলাম—সে সম্বন্ধে ভাগবত আমাদেরকে শিক্ষা দেয় নিম্নরূপঃ

'' যাবৎ ম্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্
অধিকং যো অভিমন্যেত সঃ স্তেনো দন্ডমর্হতি।''

জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ দ্রব্য একান্তপ্রয়োজনীয়, মানুষের অধিকার শুধু সেইটুকুতেই। তার অধিক যে ভোগ করে সে শাস্তির যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, দুঃখের দ্বারাই আত্মার সম্মান উপলব্ধি করতে পারা যায়। যেমন, মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পতিব্রতোর মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে, গৌরবের মূল্যও দুঃখে। দুঃখ আনন্দরূপমমৃতম্।

আসলে আমাদের প্রায় সবারই স্বার্থকেন্দ্রিক ভোগবাসনা পূরণ করার জন্যই সতত লক্ষ্য বা আসক্তি—বাসনা পরিপূরিত না হ'লে বেদনার্ত হই, বাসনা যখনই পূর্ণ হয় তখনই হই তৃপ্তিতে ডগমগ। তাহলে দাঁড়ায়—যা চাই তা যদি না পাই বা কম পাই তখনই বলি বঞ্চিত হলাম। আসলে কী যে আমরা চাই বা কোন্ চাওয়া চাইলে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় সেটিই আমরা জানি না। আমরা দুঃখকে চাই না, কিন্তু, দুঃখভোগ ছাড়া স্বীয়শক্তিকে জানা যায় না। মানুষের ইতিহাসে তব বীরত্ব, যত মহত্ত্ব, সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। সর্বসুন্দর প্রাপ্তির মূলেই কিন্তু দুঃখ। **ক্রমশ**

## সম্পাদক সমীপেষু

### চিড়িয়াখানার ৫০ বছর

একটা আকাশে একটাই চাঁদ থাকে। এটা আমরা জানি। তবে চলচ্চিত্রের আকাশে অনেক চাঁদ থাকে। তাঁদের তারা থেকে তারকা বলা হয়। এই চলচ্চিত্রের আকাশে একটা নয়, দুটো চাঁদের সংমিশ্রণ হয়েছিল। আর তারই দরুণ চাঁদের আলো আরও বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই চলচ্চিত্রের আকাশে যে দুজন আলোয় আলোকিত করেছিলেন, একজন হলেন বিশ্বচলচ্চিত্রের পরিচালক হিসাবে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার ও সারাজীবনের কাজের জন্য অস্কার পুরস্কারটাও পেয়েছিলেন। যে পুরস্কারটা এক রিল ফিল্মের দৌড়িয়ে আছে। তিনি হলেন, মানিক দা, আমাদের সত্যজিৎ রায়। অপরজন আগেই মহানায়ক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। পরে ভারত পুরস্কার পেয়ে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন, তিনি অভিনয় টাকেই সবার আগে ভালোবাসেন। তাই আগন্তুক হয়ে চলচ্চিত্রে শাখা প্রশাখায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক সেই সময়েই অগ্নীশ্বর হয়ে অপরজন সমগ্র বাংলার মানুষের হৃদয়ে কাজ ভালোবাসা পেয়ে, নানা রকমের উপহার তুলে দিচ্ছে। আর এই দুই মহারথী যখন একসাথে এক জায়গায় এসে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে নিয়ে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছিলাম, একটা অভিনব উপহার, সেই উপহারটার নাম 'চিড়িয়াখানা'। যা ১৯৬৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল। আজ আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন, তবুও তাঁরা আছেন আমাদের ভালোবাসার মধ্যে বেঁচে এবং সারাজীবনই বেঁচে থাকবেন, যতদিন চলচ্চিত্র থাকবে। স্মরণের বালুকাবেলায় স্মরণ করে নিলাম দুই নক্ষত্রকে। আর তাঁদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ 'চিড়িয়াখানা' ছবিটি দেখতে পেয়েছিলাম। যা এবছর সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। সবশেষ হয়ে যায়/ এইটুকুই থেকে যায়।

**প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪**

**উন্নয়ন ও সমস্যা**

*চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দপ্তর।*

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

**পাঠকের দরবারে**

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

**মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়**

**উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।**
সম্পাদক